কোটচাঁদপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেন্সিডিলসহ ইমরান সিদ্দিকী (২৭) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

গত শুক্রবার রাতে শহরের পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি চাতালে অভিযান চালিয়ে ১২ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পলিশ। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী যুবক পৌর শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ড পূর্ব পাড়ার মোশারফ হোসেন মন্ডলের ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের একটি কফি হাউজ থেকে মাদক ব্যবসায়ী ইমরানকে আটক করা হয় ।

পরে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রাত ১২টার দিকে কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি পরিত্যাক্ত জায়গা থেকে ১২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আটক মাদক কারবারি যুবকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল শনিবার তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র প্রার্থীর মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী জেলা পরিষদের সদস্য ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মুছার নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে পৌর এলাকার বন্ডবিল হাজরা তলায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় মুন্সি সানোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র প্রার্থী আবু মুছা, বিশেষ অতিথি আশরাফ হোসেন, বুলবুল আহমেদ, তাহাজ উদ্দীন, ইকবাল হোসেন ও ফরিদ হোসেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবু মুছা বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনার সময় চলাকালীন তার উদ্যোগের কারণেই দেশে করোনার প্রভাব অনেকটাই কম।

সামনে আসন্ন আলমডাঙ্গার পৌরসভা নির্বাচন। আমাদের পৌরসভার পাশ্ববর্তী ইউনিয়নে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু আলমডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়ন নেই।

আলমডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা। আমাদের হোল্ডিং ট্যাক্সসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক অর্থ বাড়িয়েছে সাধারণ জনগণের উপরে। কিন্তু পৌরসভার কোন উন্নয়ন হচ্ছে না।

রঞ্জুর উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, চাঁদ মিয়া, ফরিদ হোসেন, হারুন অর রশিদ, নুরুন্নবী, শাহিন রেজা, ঠান্ডু রহমান, ছানোয়ার হোসেন, বাবু মিয়া, কিবরিয়া, জয়, সেন্টু, খাইরুল, ফারুক হোসেন, সাব্বির হোসেন, কেস্ট,রকিবুল, তুসার, সেতু, আব্দুল্লাহ, আক্তারুজ্জামান, আসিফ, সায়েম, কামাল হোসেন প্রমুখ।

ভাস্কর্য ভাঙায় অভিযুক্ত যুবলীগ সভাপতি বহিষ্কার

কুষ্টিয়ার বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙায় জড়িত থাকার অভিযোগে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনিচুর রহমান আনিচকে।

গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলা যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক মনোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অপরাধে কয়া

ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনিচুর রহমান আনিচকে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মনির হাসান রিন্টু বলেন, যুবলীগ কোনো রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকতে পারে না। ব্যাপারটি ক্ষতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শৈলকুপায় বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌর নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খলিলুর রহমান মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। গতকাল শনিবার বিকাল ৪টায় পৌর নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তিনি এ মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির আহবায়ক আবুল হোসেন, পৌর বিএনপির আহবায়ক আবু তালেব মিয়া, যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান বাবলু, সেলিম রেজা ঠান্ডু।

পৌর নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাচন অফিসার জুয়েল আহম্মেদ জানান, শনিবার বিকাল ৪টায় পৌর নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খলিলুর রহমান মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। আগামী ১৬ জানুয়ারী ইভিএমএ ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হবে বলেও তিনি জানান।

জীবননগরে চেয়ারম্যানের নামে মিথ্যা সংবাদে মানববন্ধন

জীবননগরের কেডিকে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান খায়রুল বাশার শিপলুর বিরুদ্ধে মাই টিভিতে সংবাদ প্রচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাসোসিয়েশন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকার সময় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডে জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা মাই টিভির মুখোশ অনুষ্ঠানে জীবননগর কেডিকে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই সাথে সাথে এই সংবাদ প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম ঈশা, সকল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতিদের পক্ষে আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন সভাপতি আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মোক্তার হোসেন, উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের পক্ষে মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান, বাঁকা ইউনিয়ন ছাত্র লীগের সভাপতি হাসান, জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্র লীগের সভাপতি মেহেদী হাসান প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে মাই টিভির মুখোশের রিপোর্টার এস কে লিটনের কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

ঝিনাইদহে মেধাবী শিক্ষার্থীদের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় যেখানে সেখানে খোলা তেল ও সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রি: ঝুঁকিতে জনজীবন

আলমডাঙ্গা উপজেলার রাস্তাঘাট, বাজার এলাকা ও সড়কের মোড়ে বিক্রি হচ্ছে পেট্রোলিয়াম (এলপি) গ্যাসের সিলিন্ডার, অকটেন-পেট্রোলসহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ। কোনো ধরণের নীতিমালা না মেনে এভাবে দাহ্য পদার্থ বিক্রি করায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

সরেজমিন গত দুই দিন উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার যেখানে সেখানে অবাধে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার, পেট্রোলসহ নানা দাহ্য পদার্থ। এক লিটার অথবা আধা লিটার ওজনের প্লাস্টিকের বোতলে পেট্রোল ভরে পসরা সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন দোকানে। ওই সব দোকানে নেই কোন অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা।

জনবহুল কিংবা আবাসিক এলাকায় এ ব্যবসার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। এ কারণে জননিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
উপজেলা প্রশাসন বলছে, নিরাপত্তার স্বার্থে অনুমোদনহীন এসব দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে।

জানা গেছে, জ্বালানি অধিদপ্তরের আইন অনুযায়ী যেসব প্রতিষ্ঠান তেল ও গ্যাস বিক্রি করবে তাদের স্থানকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা রেখে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে হয়। আইন অনুযায়ী তেল-গ্যাস বিক্রির স্থানে কমপক্ষে ফ্লোর পাকাসহ আধাপাকা ঘর, ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপণ লাইসেন্সসহ অগ্নিনির্বাপণ সিলিন্ডার, মজবুত ও ঝুঁকিমুক্ত সংরক্ষণাগার থাকতে হবে। এ ছাড়াও জ্বালানি অধিদপ্তরের অনুমোদন আবশ্যক।

বিপদের পসরা সাজিয়ে রেখেছেন।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশেই সারি সারি দোকানে বিক্রয় করা হচ্ছে পেট্রোল ও অকটেন।

ব্যবসায়ী মোঃ একদুল হক অভিযোগ করে বলেন, আমি বিস্ফোরক লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করলেও লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের তদারকি না থাকায় আমাকে ব্যবসায়িকভাবে লোকসান গুনতে হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জানান, অনুমোদনবিহীন খোলা তেল বিক্রিতে অগ্নিঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া রাস্তার পাশে কিংবা রোদে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ঠিক নয়। এতে চাপ ও তাপজনিত দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। অন্য দিকে একই বোতলে বারবার গ্যাস ভর্তি ও অবৈধ পন্থায় গ্যাস ভর্তি করার কারণে থার্মো সিল বা বাল্ব নষ্ট হয়ে বিস্ফোরণের আশঙ্কাও রয়েছে।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার জানান, ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়া খোলা তেল ও গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবসা জননিরাপত্তার জন্য হুমকি। উপজেলার রাস্তার পাশের দোকানগুলো কারোরই লাইসেন্স নাই।

তিনি আরও বলেন, অবৈধভাবে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জরিমানার আওতায় আনলে বিক্রয় বন্ধ করা যাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির জানান, আমরা রাস্তার পাশে অবৈধ জ্বালানি তেল বিক্রয়ে অবগত আছি। তবে, কেউ লিখিত অভিযোগ করলে আমরা আইনের আওতায় নিতে পারবো।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল চোর চক্রের তিন সদস্য আটক

আলমডাঙ্গায় রাতের আঁধারে মোটরসাইকেল চুরির সময় বকুল নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক যুবকের স্বীকারোক্তিতে চুরির ঘটনায়

আরো ২ জনকে আটক করে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর আনন্দধাম এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে আশরাফুল (৪০) গত বৃহস্পতিবার রাতে মোটরসাইকেল রেখে আনন্দধাম জামে মসজিদে এশার নামাজ পড়তে ঢোকে। এসময় চোর চক্রের সদস্য আলমডাঙ্গা উপজেলার বামানগর গ্রামের নাছের আলির ছেলে বকুল ওত পেতে থাকে।

সুযোগ বুঝে জেলিং ৮০ সিসি মোটরসাইকেল তালা ভেঙে চুরি করার চেষ্টা করে। এ সময় এলাকার লোকজন বকুলকে মোটরসাইকেলের তালা ভাঙতে দেখে ফেলে। স্থানীয়রা বকুলকে গিয়ে আটক করে এবং মোটরসাইকেল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তার ভাই এর মোটরসাইকেল বলে।

এ সময় মোটরসাইকেল মালিক আশরাফুল নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে এসে তার গাড়ি চুরির ঘটনাটি জানতে পারলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে অবগত করেন।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই কামরুল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বকুলকে আটক করে। বকুল আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তার সাথে জড়িত বাবু পাড়ার তারা কষাইয়ের ছেলে লিখন ও কালিদাসপুর সাদাব্রিজ এলাকার মনোয়ার হোসেনের ছেলে ইউসুফের নাম স্বীকার করে।

রাতেই বকুলের স্বীকারোক্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তাদের আটক করে। চুরির ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই আশরাফুল বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় এজাহার দায়ের করেন।

কুষ্টিয়ায় বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর, ৩ যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেপ্তার

করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) তানভীর আরাফাত।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, কয়া মহাবিদ্যালয়ের কমিটি নিয়ে বর্তমান সভাপতির সঙ্গে স্থানীয় একটি গ্রুপের দ্বন্দ্ব চলছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (১৭ ডিসেম্বর) রাত ১টার সময় কয়া ইউনিয়নের যুবলীগ সভাপতি আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে চারজন মিলে বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর করে। বাঘা যতীনের ভাস্কর্যের নাক ও ডান গালের কিছু অংশ ক্ষতবিক্ষত করে।নৈশপ্রহরী খলিলুর রহমান এটি দেখে ফেলেন এবং পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে এ কথা জানান তিনি।

বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে শনিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনিসসহ সংগঠননের সদস্য সবুজ হোসেন (২০) ও হৃদয় আহমেদ (২০) কে গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক শাহীনুর ওরফে বাচ্চু নামের আরেকজন এখনো পলাতক রয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

এর আগে ভাঙচুরের ঘটনায় কুমারখালী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছেন কয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হারুন উর রশিদ।

প্রসঙ্গত, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন বিপ্লবী বাঘা যতীন।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালিসহ ভারতবর্ষের সব জাতিসত্তার স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল এক সূত্রে গাঁথা। প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের বিতাড়ন করা। আর ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন, যাদের আত্মদান ইংরেজ শাসকদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে, তাদের অন্যতম বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যিনি ‘বাঘা যতীন’ নামে বেশি পরিচিত। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা, অপরিসীম সাহস ও শৌর্যবীর্য তাকে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে।